128

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 NOV 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সমঝোতা চুক্তি মোতাবেক পরিচয়পত্রধারী ছাত্রদের সূর্যসেন হলে উঠানো হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী গত বুধবার সকল ছাত্রকে হল থেকে বের করে দিয়ে হল খালি করার পর গতকাল আবার ছাত্রদের হলে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টা থেকে হলের ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে হলে প্রবেশ করানো হয়। হলের আবাসিক পরিচয়পত্র প্রদর্শনকারী সাধারণ ছাত্র, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাড়া সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলো থেকে বিতাড়িত ২০ জন ছাত্রদল কর্মীকে বিশেষ পরিচয়পত্র দিয়ে সূর্যসেন হলে উঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী এ সময় হলে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের হলে উঠানোর এ প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে তত্ত্বাবধান করেন সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ইউসুফ হায়দার, হাউস টিউটরগণ, প্রক্টর প্রফেসর নুরুন্নবী, ছাত্রদল নেতা শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, হাবিবুন্নবী সোহেল,

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

সূর্যসেন হল প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাসিরুদ্দিন অসীম ও সেলিমুজ্জামান সেলিম এবং ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, বাহাদুর বেপারী ও আবদুল ওয়াদুদ খোকন। পুলিশ এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ফলে ছাত্রলীগ হলের দখল ছেড়ে চলে যায়। তবে হলের পরিচয়পত্রধারী ছাত্রলীগ কর্মীরা হলে অবস্থান করছে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা গতকাল সারাদিন হলে দুই সংগঠনের কর্মীদের ওঠা এবং থাকার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন। তবে হলের কিছু কিছু কক্ষ এখনও সীলগালা দেয়া অবস্থায় রয়ে গেছে। ছাত্রলীগের অভিযোগের কারণে ঐসব কক্ষের ছাত্র, ছাত্রদল কর্মীদের হলে উঠতে দেয়া হয়নি। তাদের হলে ওঠা না উঠাকে কেন্দ্র করে জটিলতা বিরাজ করছে। সূর্যসেন হলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সপ্তাহের অচলাবস্থা শেষে হলের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসলেও আশংকা কমেনি। তবে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এবং ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম সূর্যসেন হল পরিস্থিতি নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।